দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৩ ৩

মেট্রোপলিটনে ভার্সিটি খোলার অনুমতি দেবে না সরকার

অর্থ আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা করছে ইউজিসি

মুস্তাক আহমদ

নতুন আইন পাস না হওয়া পর্যন্ত দেশে আর কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দেবে না সরকার। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন একমত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে কোনদিনই ঢাকাসহ মেট্রোপলিটন শহরে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমতি দেয়া হবে না। বরং ঢাকা শহর থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ইউজিসি জায়গা খুঁজছে। বৃহস্পতিবার ইউজিসির চেয়ারম্যান নগরবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম রাজউককে দেয়া এক পত্রে পূর্বাচলসহ 'ঢাকা ডিটেইল এরিয়া প্ল্যানে' 'ইন্সটিটিউশনাল এরিয়া' নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা জোন রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। এদিকে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চড়া টিউশন এবং নামে-বেনামে ও ভুতুড়ে খাতে ফি আদায় করছে, তাদের ব্যাপারে ইউজিসি খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে ইউজিসিকে। সূত্র নিশ্চিত করেছে, ইতিমধ্যে তারা অন্তত ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় চিহ্নিত করেছেন, যারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ নিলেও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করছেন না। ইউনিভার্সিটির অর্থ মিটিং-সিটিং, চাকরি-বেতন ইত্যাদি হাস্যকর খাতে লুটপাট করে নিচ্ছে। ইউজিসি সূত্র ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়েও নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির মতো ছাত্র বিক্ষোভের আশংকাও করছে। বর্তমানে দেশে মোট ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৪৫টিই ঢাকা শহরে অবস্থিত। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চলে। 'অলাভজনক' হিসেবে ঢোল পেটানো হলেও লুটে নেয়া হচ্ছে কাড়ি কাড়ি অর্থ। নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক হাফিজ জিএ সিদ্দিকী বলেন, 'কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের আগে-পরের লাইফ স্টাইল তুলনা করলেই দেখা যাবে পরিবর্তন।' অনেকে আগে গাড়ি ব্যবহার না করলেও এখন বিলাসবহুল ও দামি গাড়ি ব্যবহার করছেন। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম জানান, সংস্থার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে প্রস্তাপন জারি করা হয়েছে, ঢাকা এবং মেট্রোপলিটন শহরে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হবে না। তবে ঢাকা বা মেট্রোপলিটন শহর সংলগ্ন এলাকা যেমন সাভার, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হবে। সূত্র জানায়, মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী ইউজিসি দলের কাছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে বলেন, একই ভবনে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতি রয়েছে। নিচে মার্কেট আর উপরে বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। এ অবস্থায় উচ্চশিক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। প্রসঙ্গত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৭০টিরও বেশি আবেদন জমা রয়েছে ইউজিসি এবং মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু নতুন আইন না হওয়ার কারণে সেগুলোর ব্যাপারে সরকার অনুমতি দিচ্ছে না। ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সাফ সিদ্ধান্ত, আইন না হওয়া পর্যন্ত আর কোন অনুমতি নয়। উল্লেখ্য, ৭০টির মধ্যে এর আগে ১৭টির ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়ার জন্য ইউজিসিকে মন্ত্রণালয় দায়িত্ব দেয়। এর মধ্যে ৩টিই বর্তমান সরকারের আমলে আবেদন করা। বাকিরা বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আবেদন করেছিল। ইউজিসি সূত্র জানায়, তাদের পরিদর্শনে ১৭টির ব্যাপারেই নেতিবাচক ধারণা মিলেছে, যা মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তারা আনুষঙ্গিক স্থাপনা ও অবকাঠামোতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

এদিকে ইউজিসির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার রাজউককে পত্র দেয়া হয়েছে। পত্রে 'ঢাকার ডিটেইল এরিয়া প্ল্যানে' বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা জোন রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার মতোই এরিয়া করা হবে। ঢাকার যেসব

ভার্সিটি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

ভার্সিটি : দেবে না

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে যেতে চায়, তাদের ব্যবস্থা করা হবে। এটা করা হলে গোটা ঢাকা শহরই বাঁচবে। গোটা শহরে আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না। তিনি প্রাথমিকভাবে পূর্বাচলে বিশ্ববিদ্যালয় জোন করার প্রস্তাব করার কথা জানান। অধ্যাপক ইসলাম বলেন, প্রয়াত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়ার স্মরণে সরকার বিজ্ঞান ভবন করতে চায়। ঢাকা ডিটেইল এরিয়া প্ল্যানে যদি ইন্সটিটিউশনাল জোন রাখা হয়, তবে সেখানে এ ভবন করা যাবে। এতে ভবনটি ফলপ্রসূ হবে। গবেষক পাওয়া যাবে। কেননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায়ই 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' করা সত্ত্বেও সেখানে গবেষক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই উচ্চতর গবেষণার জন্য বিজ্ঞান ভবন করতে আলাদা জোনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।